একটি চিঠির অযাচিত উত্তর।

চিঠির প্রিয় প্রেরক ও প্রাপক,

অযাচিত উত্তর দেয়ার জন্য আপনাদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । চিঠির প্রেরক ও প্রাপক আপনারা উভয়ই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী নয় বিধায় মুক্তিদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানেন না বলে আপনারা ব্যক্ত করেছেন। তবে গোষ্ঠি স্বার্থে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ যে বিকৃত করা হচ্ছে তা আপনারা বুঝতে পারছেন বলে উল্লেখ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের পক্ষেও কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের পূর্ণাংগ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। তবে যে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস বিকৃতি দেখতে পেয়েছেন, সেই দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত ও প্রয়োগ করলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসও আপনাদের সামনে উন্মোচিত হবে।

আমার লেখা হয়তো আপনারা পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন আমি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ ঘরণার মানুষ নই। কোন বিষয় বা বস্তুকে আমি বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি না বা বিশ্লেষণ করি না। প্রত্যেকটি বিষয় ও বস্তুকে আমি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখি ও বিশ্লেষণ করি। কারণ ছাড়া যেমন কোন ঘটনাই ঘটে না, তেমনি প্রত্যেক ঘটনার পিছনে একটি ইতিহাস থাকে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার যেমন বস্তুনিষ্ঠ কতকগুলি কারণ ছিল, তেমনি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বৈরীতারও বস্তুনিষ্ঠ কারণ আছে। বিগত ৩৪ বছরে মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার কারণগুলির সমাধান না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সমস্যার যেমন সমাধান হয়নি, তেমনি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বৈরীতারও সমাপ্তি ঘটেনি।

সমকালীন ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আংশিক প্রত্যক্ষ করেছেন, ফলে তিনি নিজ ব্যক্তি বা শ্রেনী স্বার্থের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আংশিক বিবরণ উপস্থাপন করতে পারেণ, যা পূণাংর্শকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তাছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামই মুক্তিযুদ্ধ নয়। এর বিভিন্ন দিক বিদ্যমান। এই বিভিন্ন দিক নিয়েই পূর্ণাংগ মুক্তিযুদ্ধ, যা এখনো সমাপ্ত হয়নি।

ইতিহাস লেখা ইতিহাসবিদদের কাজ, কোন দার্শনিক বা সাহিত্যিকের কাজ নয়। আহমেদ শরীফের কথিত পুস্তকটিতে কিছু লোকের তালিকা দেয়া হয়েছে, এদের মধ্যে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামে কিছু লোকের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা উত্তর কিছু লোকের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পথদলিত হওয়ার ক্ষোভে আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে হুমায়ন আজাদ কথিত পুস্তকটি লিখেছেন। ইতিহাস গবেষণার বিষয়বস্তু, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বা আবেগ নয়। অতএব আহমেদ শরীফ বা হুমায়ন আজাদের পুস্তককে ইতিহাস বলা যায় না। সমকালীন ইতিহাস লেখা দুরূহ কাজ। কারণ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির জন্য যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। তাছাড়া সংগৃহীত কিছু কিছু তথ্য বিভিন্ন কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ডঃ মুনতাসীর মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। লে. জে. জেএফআর জ্যাকবের (তিনি অরোরার বস ছিলেন) সাথে ডঃ মামুনের একটি সাক্ষাতকার ১৬ই ডিসেম্বার যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ মামুন তার লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, "জ্যাকব এমন কিছু বলেছেন যা এখন আমার (ডঃ মামুনের) পক্ষে লেখা সম্ভব নয়"। একটা উদাহরণ দেয়া যাক," তদকালীন মেজর জিয়া পাকিস্তানী আই.এস.আই এর লোক, সি.আই.এ. এর পরামর্শে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল" বক্তব্যটি বর্তমান কালের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে ভবিষ্যতে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা।

যথাযথ তথ্যের অভাব, তথ্য প্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং শাসক গোষ্ঠির রক্ত চক্ষুর কারণে সমকালীন ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে লেখা সম্ভব নয়। তাই ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামকে জানতে হলে তার পটভূমি বুঝতে হবে। বিগত ১৯৭১ সালের ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রম ছিল বাঙ্গালীদের জাতি হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব, যার শুরু ১৯৪৭ সাল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে ধর্ম একটি। তাই কেবল মাত্র ধর্ম দিয়ে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন হয় না। দ্বি-জাতি তত্ব ভিত্তিক সৃষ্ট পাকিস্তান ছিল এরকমি একটি রাষ্ট্র, যার বিলুপ্তি ছিল অবশ্যম্ভবী। পাকিস্তান পিরিয়ডে উঠতি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী ও শ্রমজীবি মানুষ তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম করছিল। কিন্তু '৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতের ঘটনা সকল শ্রেনীর বাঙ্গালীকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করে।

শ্রেনী বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেনীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংজ্ঞা বিভিন্ন। শোষণের জন্য সৃষ্ট ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্র এবং সামাজিক কাঠামো, বিশেষত গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো, পরিবর্তনের মধ্যেই শ্রমজীবি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিহিত। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর বাঙ্গালীর উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লুটেরা অংশ প্রশাসন যন্ত্র ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনে অনীহা প্রকাশ করে, যার ফলশ্রুতিতে '৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনা। বাঙ্গালীর লুটেরা শ্রেনী তার বস্তুবাদী স্বার্থের কারণে রাজাকার জামাতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং তার ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠন সমূহকে প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, যার আলামত বাংলাদেশের মানুষ আজ ভাল ভাবেই প্রত্যক্ষ ও উপলব্দি করছে।

শ্রেনীগত স্বার্থের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে ঐতিহাসিক ভাবে আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতিতে এবং বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল। বিপরীতে বিএনপি "মুসলিম বাঙ্গালী" জাতিতে বিশ্বাসী, অর্থ্যাৎ বিএনপি হলো দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলাদেশী সংস্করণ । অতএব নব্য মুসলিম লীগ বিএনপির সাথে জামায়ত এবং ধর্মীয় জঙ্গী সংগঠনগুলির হৃদতা থাকা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়।

এই দল দু'টির কোনটাই যুগ উপযোগী প্রশাসনিক যন্ত্র ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। তাদের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতা দখল করতঃ হালুয়া-রুটির স্বাদ উপভোগ করা। তাই স্বার্থের কারণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বিকৃত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তি ও শ্রেনী স্বার্থহীন একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যত তাড়াতাড়ি বিষয়টি বুঝতে সক্ষম, অশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষ ততো তাড়াতাড়ি বিষয়টি বুঝতে পারে না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লুটেরা অংশ অশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষের দেরিতে বুঝার সুযোগ গ্রহন করে থাকে । এই সুযোগ গ্রহন করেই বিএনপি ফুলেফেপে উঠেছে।

ধর্ম বা রাজনীতি অথবা সকল রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে গালাগালি দিয়ে সামাজিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। ধর্ম সংস্কৃতির একটি উপদান, সমস্যা নয়। ধর্ম-ব্যবসায়িরা ব্যক্তি ও শ্রেনী স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। ব্যক্তি ও শ্রেনী স্বার্থহীন এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যত তাড়াতাড়ি অশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হবে সমাজ ততো তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের দিকে আগাবে। তাছাড়া রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় সমূহ রাজনৈতিক ভাবে সমাধান হওয়া বাঞ্চণীয়। স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান প্রজন্মের কাছে বর্ণিত বিষয় সমূহ যত পরিষ্কার হচ্ছে, শ্রমজীবি মানুষের সাথে ততোই তাদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে, ফলে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ দ্রুতলয় ধুমায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিষ্ফোরণমূখর। নুতন প্রজন্ম বাংলাদেশে নুতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলছে। নুতন প্রজন্মকে রইল আমার আগাম বিপ্লবী অভিনন্দন।

শুভেচ্ছান্তে।

সেতারা হাশেম ১২/১৯/০৫

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- জনাব কুদ্দুস খান সমীপে দু'টি কথা।

জনাব কুদ্দুস খান Marx on Free Trade লেখাটি আমার কাছে প্রেরণ করে পড়ার অনুরোধ করেছেণ। On January 1848, Marx spoke before the Democratic Association of Brussels about the tropical question of free trade এর উপর লেখার শেষ প্যারা But, in general, the protective system of our day is conservative, while the free trade system is destructive. It breaks up old nationalities and pushes the antagonism of the proletariat and the bourgeoisie to the extreme point. In a word, the free trade system hastens the social revolution. It is in this revolutionary sense alone, gentlemen, that I vote in favor of free trade. এর প্রতি জনাব খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উনবিংশ শতাব্দিতে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশের সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের দ্রুত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতঃ সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করতো বিধায় তদকালীন প্রেক্ষাপটে মার্ক্স মুক্তবাজার সমর্থন করেছিলেন। বিংশ/একাবিংশতে প্রেক্ষাপট পরিবর্তীত। উনবিংশের পুজিবাদ বর্তমানে গ্লোবাল সাম্রাজ্যবাদে পরিণত। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করে না।
সেতারা হাশেম